



5666 - আযান ও ইকামতৰে মধ্যবৰ্তী সময়ে দোয়া করা

প্রশ্ন

আযানৰে আগে, ইকামতৰে আগে, আযানৰে পরে এবং ইকামতৰে পরে যে যে দোয়া আমৰা পড়ব সগেলো জানতে চাই।

উত্তৰে সংক্ষিপ্তসার

১. আযান ও ইকামতৰে আগে কোনেও নৰ্দ্দষ্টিট দোয়া নহে।
২. আযান ও ইকামতৰে মধ্যবৰ্তী সময়ে দোয়া করতে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে, দোয়া করা মুস্তাহাব।
৩. ইকামতৰে পরে দোয়া করার পক্ষে কোনেও দলীল আমাদেৰে জানা নহে।
৪. আযান চলাকালীন সময়ে মুস্তাহাব হল মুয়াজ্জনি যা যা বলে তা বলা।
৫. ইকামত চলাকালীন সময়ে দোয়াৰ বিষয়টা; কোন কোন আলমে ব্যাপকৰ্থে ইকামতকে আযান গণ্য কৰেছেনে। তাই ইকামতৰে পুনৰাবৃত্তি কৰাকে মুস্তাহাব বলছেনে। অন্য আলমেৰা এটাকে মুস্তাহাব বলনেনি। যহেতে ইকামতৰে সাথে সাথে (মুখে) আবৃত্তি কৰাৰ ব্যাপারে বৰ্ণতি হাদীসটি দুৰ্বল।

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

আযানৰে আগে ও ইকামতৰে আগে দোয়া করা:

আযানৰে আগে দোয়া করার প্রসঙ্গে বলব: আমাদেৰে জানামতে আযানৰে আগে কোনেও দোয়া নহে। ঐ সময়টাৰ জন্য কোনেও নৰ্দ্দষ্টিট বা অনৰ্দ্দষ্টিট কথাৰে নৰ্দ্দষ্টিট কৰে নলি সেটো নক্ৰিষ্ট বদিত হব। কিন্তু যদি কাকতালীয়ভাবে পড়া হয় তাহলে কোনেও সমস্যা নহে।

আৰ ইকামতৰে আগে মুয়াজ্জনি যখন ইকামত দিতে উদ্যত হবনে সে সময়ৰে জন্যেও আমাদেৰে জানামতে কোনেও নৰ্দ্দষ্টিট দোয়া নহে। কোনেও দলীল না থাকার পরও এমন কাজ করা নক্ৰিষ্ট বদিত।

আযান ও ইকামতৰে মধ্যবৰ্তী সময়ে দোয়া করা:

আযান ও ইকামতৰে মধ্যবৰ্তী সময়ে দোয়া করতে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে, দোয়া করা মুস্তাহাব।



আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: “আযান ও ইকামতের মধ্যবর্তী সময়ে দোয়া প্রত্যাখ্যাত হয় না। তাই তোমরা দোয়া করো।” [হাদীসটি বর্ণনা করেছেন তরিমযী (২১২), আবু দাউদ (৪৩৭), আহমদ (১২১৭৪)] হাদীসটির ভাষ্য আহমদরে। শাইখ আলবানী তার ‘সহীহ আবু দাউদে’ (৪৮৯) হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।]

আযানের অব্যবহতি পর দোয়া করার নরিদযিট কছি শব্দরূপ রয়েছে:

তন্মধ্যে অন্যতম হল: জাবরে ইবন আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: “যে ব্যক্তি আযান শোনার পর বলবে:

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته

‘হে আল্লাহ! এই পরপূর্ণ আহ্বান ও প্রতিষ্ঠিত সালাতের মালিক। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ওয়াসীলা (সর্বোচ্চ মর্যাদা) ও শ্রেষ্ঠত্ব দান করুন। আর তাকে যে মাকামে মাহমুদরে প্রতিশ্রুতি আপনি দিয়েছেন, সেখানে অধিষ্ঠিত করুন।’

তার জন্য আমার শাফায়াত ওয়াজবি হয়ে যাবে।” [বুখারী (৫৮৯)]

ইকামতের পর দোয়া করা

ইকামতের পরে দোয়ার পক্ষে আমরা কোনও দলীল জানি না। বশিদ্ধ দলীল ছাড়া কোনও দোয়া নরিদযিট করে নলে সেটো বদিত হবে।

আযানের সময় দোয়া করা:

আযানের সময় দোয়া করা প্রসঙ্গে বলব, আপনার জন্য তখন সুন্নত হল মুয়াজ্জনি যা যা বলে তা বলা। তবে তিনি যখন “হইয়্যা আলাস সালাহ” (নামাযের দিকে আস) ও “হইয়্যা আল্লা ফালাহ” (কল্যাণের দিকে আস) বলবেন তখন আপনি বলবেন: “লা হাউলা ওয়ালা-কুওয়াতা ইল্লা বল্লাহ” (কোন সামর্থ্য নই, শক্তি নই আল্লাহ ছাড়া)।

উমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: “মুয়াজ্জনি যখন “আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার” বলে তখন তোমাদের কোনও ব্যক্তি তার জবাবে বলবে: “আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার”। যখন মুয়াজ্জনি “আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ” বলে তখন এর জবাবে সে বলবে: “আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ”। যখন মুয়াজ্জনি “আশহাদু আননা মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ” বলে, তখন সে বলবে: “আশহাদু আননা মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ”। এরপর মুয়াজ্জনি যখন বলবে: “হইয়্যা আলাস সালাহ” তখন সে বলবে: “লা হাউলা ওয়ালা-কুওয়াতা ইল্লা



বলিলাহ”। এরপর মুয়াজ্জনি যখন বলতে: “হাইয়া আলাল ফালাহ” তখন সে বলবে: “লা হাউলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বলিলাহ”। এরপর মুয়াজ্জনি যখন বলতে: “আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার”, সেও বলবে: “আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার”। মুয়াজ্জনি যখন বলতে: “লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ”, সেও বলবে: “লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ”। আযানরে এই জবাব অন্তর থেকে বললে সে জান্নাতে প্রবেশে করবে।” [মুসলিমি (৩৮৫)]

ইকামতের সময় দোয়া করা:

ইকামতের সময় দোয়া করার প্রসঙ্গ: কোন কোন আলমে ব্যাপকরূখে ইকামতকে আযান গণ্য করছেন। তাই ইকামতের পুনরাবৃত্তি করার মুস্তাহাব বলছেন। অন্য আলমেরা এটাকে মুস্তাহাব বলেননি। যহেতু ইকামতের সাথে সাথে (মুখে) আবৃত্তি করার ব্যাপারে বর্ণিত হাদীসটি দুর্বল। হাদীসটির তাখরীজ শীঘ্রই আলোচনা করা হবে। এই আলমেদরে মধ্যেরয়ছেন শাইখ মুহাম্মাদ ইবনে ইব্রাহীম তার ‘ফাতাওয়া’ (২/১৩৬) এবং শাইখ ইবনে উছাইমীন তার ‘আশ-শারহুল মুমত’ (২/৮৪) বইয়ে।

পক্ষান্তরে মুয়াজ্জনি যখন ‘কাদ কামাতসি সালাত’ বলেন, তখন ‘আকামাহাল্লাহ ওয়া-আদামাহা’ বলা ভুল। কারণ এ মর্মে বর্ণিত হাদীসটি দুর্বল।

আবু উমামাহ (রাঃ) থেকে কথিবা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অন্য কোনও সাহাবী থেকে বর্ণিত আছে: “বলিলাহ ইকামত দিচ্ছিলেন। যখন তিনি ‘কাদ কামাতসি সালাত’ বললেন তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: “আকামাহাল্লাহ ওয়া-আদামাহা”। আর ইকামতের বাকি বাক্যগুলো উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হাদীসের মত করেই বললেন।” [হাদীসটি আবু দাউদ (৫২৮) বর্ণনা করছেন। হাফযে ইবন হাজার হাদীসটিকে তার ‘আত-তালখীসুল হাবীর’ বইয়ে (১/২১১) দুর্বল বলছেন]

আল্লাহুই সর্বজ্ঞঃ।